৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ১২

টপিক:

আধুনিক যুগ-৫: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কায়কোবাদ ও মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য, সম্প্রতি আলোচিত বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ।
বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (সাধারণত বেগম রোকেয়া নামে অধিক পরিচিত) হলেন একজন বাঙালি সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও নারীর অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।
- তিনি ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ ইউনিয়নে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল স্থাপন করেন।
- তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।
- বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।
- নারী জাগরণের অবদানের জন্য প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর 'রোকেয়া দিবস' পালন করা হয়।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	প্রবন্ধ
▪ Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) (১৯০৮) ▪ পদ্মরাগ (১৯২৪)	▪ মতিচূর – (১ম খণ্ড ১৯০৪ সালে ও ২য় খণ্ড ১৯২২ সালে) ▪ অবরোধবাসিনী (১৯৩১)

অন্যান্য			
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ	**প্রথম রচনা**	**শেষ রচনা**	**নারী শিক্ষামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ**
▪ পিপাসা	▪ 'নিরীহ বাঙালী' (প্রবন্ধ)	▪ নারীর অধিকার (প্রবন্ধ)	▪ জাগো গো ভগিনী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

➢ Sultana's Dream/ সুলতানার স্বপ্ন

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি একটি উপন্যাসধর্মী কল্পকাহিনি। এটি ১৯০৫ সালে মাদ্রাজের 'দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ' ম্যাগাজিন (The Indian Ladies' Magazine)-এ "সুলতানা'স ড্রিম" (Sultana's Dream) শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে উপন্যাসটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। এ উপন্যাসে লেখিকার ঐকান্তিক মানসকল্পনা বা স্বপ্ন অভিনব রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনিটি যিনি বলছেন তার নাম সুলতানা। তার ধারণা তিনি জেগেই ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। দেখেন তিনি এক আশ্চর্য জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নাম তার নারীস্থান। ভগিনী সারা সুলতানাকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। এখানে নারীরা সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান চালিকাশক্তি আর পুরুষেরা প্রায় গৃহবন্দি। এই সমাজে কোনো অপরাধ নেই, এখানে প্রচলিত ধর্ম 'ভালোবাসা ও সত্যের'। 'সুলতানার স্বপ্ন' বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদী নারীবাদী কল্পকাহিনির একটি আদিতম উদাহরণ। বেগম রোকেয়া যে সময়ে এই বইটি লিখেছেন, সেই সময়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বাস্তবতায় এটিকে অত্যন্ত সাহসী ও বিপ্লবী সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। বেগম রোকেয়ার মানসপটে যে স্বপ্ন আজন্ম লালিত ছিল-তা-ই যেন এ রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। লেখিকা কল্পিত ভগিনী সারার সঙ্গে নানা যুক্তি-তর্কও সৃষ্টি করেছেন। লেখিকা নারীর বন্দিত্বের মূল কারণ পুরুষের বাহুবলের কথা বললে 'নারীস্থান'-এ সারা বলেছেন,

"কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে-বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলে কি কেশরী মানব জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে।"

এ সারার কথা নয়, লেখিকারই মনের লালিতস্বপ্নের কথা। এখানে নারী বাহুবলে নয়, মস্তিষ্ক বলে পুরুষ পরাস্ত। আনন্দভরা ভ্রমণের মাঝে একসময় ছন্দপতন ঘটে যখন সুলতানা নিজেকে শয্যাকক্ষে আবিষ্কার করে। এও বুঝতে পারে যে এতক্ষণ যা কিছু সে দেখছিল সবই স্বপ্নমাত্র। এটিই মহীয়সী রোকেয়া রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন'র গল্পকাহিনি।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

➢ অবরোধবাসিনী

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অসামান্য সৃষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ 'অবরোধবাসিনী'। গ্রন্থটি বেগম রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এটি পর্দাপ্রথা নির্ভর হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ। তৎকালীন মুসলিম সমাজে অবরোধ প্রথা এবং কেবলমাত্র অবরোধ প্রথার দোহাই দিয়ে নারীদের চারদেয়ালের মাঝে বন্দী করে রাখার নিয়ম চালু ছিল। লেখিকা কতগুলো ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।

চার দেয়ালে আবদ্ধ তৎকালীন নারী সমাজের ধর্মান্ধতা এবং তা থেকে উদ্ভূত নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার প্রতিফলন ঘটেছে এই গ্রন্থে। শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সারারাত নিজের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে পালকিতে করে খোলা মাঠে বসে থাকার কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে। এতে তৎকালীন ভারতবর্ষীয় নারীদের বিশেষ করে মুসলমান ঘরের নারীদের সমাজের অবরোধপ্রথার জন্য যে ভয়াবহ অসুবিধায় পড়তে হত তা বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের ৭ (সাত) নং ঘটনায় দেখা যায়, ঘরের ভেতর চোর ঢুকলে 'বেগানা মরদটা' (চোর) যাতে তাদের (বিবিদের) কণ্ঠস্বর শুনতে না পায় এ জন্য বিবিরা হাত, পা, নাক, কান ও গলার গয়না খুলে শিয়রে রেখে দিলেন এবং চোর সবকিছু নিয়ে নিরাপদে বের হয়ে গেলে তখন বিবিরা হাঁউমাউ করে কান্না আরম্ভ করলেন। ৮ (আট) নং ঘটনায় দেখা যায়, বাড়িতে আগুন লাগার পর গৃহিণী বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা বাক্সে ভরে নিয়ে দরজার কাছে এসে আগুন নেভাতে ব্যস্ত পুরুষদের দেখে জীবন বাঁচানোর পরিবর্তে পর্দা রক্ষা করতে অলঙ্কারের বাক্স নিয়ে আবার ঘরের ভেতরে খাটের নিচে বসে আগুনে পুড়ে মরলেন। আগুনে পুড়ে মরবে, ট্রেনে কাটা পড়বে, কিন্তু বেপর্দা হবেন না। নারীদের এরকম অনেক উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। অর্থাৎ নারীর পর্দাপ্রথা নামক দাসত্ব থেকে মুক্তি কামনা-ই 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। তিনি নারী জাগরণের অভিপ্রায় ও নারী মুক্তির বাসনা 'অবরোবাসিনী' গ্রন্থে বিভিন্ন উপমা ও গল্পের অন্তরালে তুলে ধরেছেন।

এ গ্রন্থে নারীদের অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন মোট ৪৭টি অনুগল্পের মধ্যে দিয়ে। গল্পগুলো ঐতিহাসিক ও বাস্তব জীবনের সত্য ঘটনা নিয়ে রচিত। তাঁর এই গল্পগুলা ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কলকাতার মাসিক 'মোহাম্মদী'র মহিলা পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে তাঁর এই সৃষ্টিকর্মগুলো 'অবরোধবাসিনী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

➢ পদ্মরাগ

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হলো মুসলিম সমাজের অন্তঃস্থিত ক্লেদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। লতিফ ও সিদ্দিকার প্রেমচিত্র আছে এখানে। ঈশান কম্পাউন্ডারের ভাষায় এবং 'তারিণী-ভবন'কে কেন্দ্র করে 'পদ্মরাগ'এ বলা হয়েছে – "হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান একই মাতৃগর্ভজাত"। এছাড়াও প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এ-উপন্যাসে তাঁর অন্যান্য বিবেচনা ও মতামত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। আটাশ পরিচ্ছেদ নিয়ে এ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সাধু ভাষায় লেখা এই উপন্যাসে রোকেয়ার অন্যান্য রচনার মতো মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ কবিতাও ব্যবহৃত হয়েছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্র 'তারিণী-ভবন'। এই ভবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনা ও নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, দীনতারিণী ও পদ্মরাগ প্রধান চরিত্র দু'টির মাধ্যমে বেগম রোকেয়া তার জীবন প্রতিভাসই উন্মুক্ত করেছেন। এ গ্রন্থের অবতারণা অংশে একটি চমৎকার গল্প আছে। এক মুসলিম ধর্মপিপাসু দরবেশের কাছে এলো শিক্ষা নিতে। দরবেশ তাকে নিজের হিন্দু গুরুর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই হিন্দুগুরু আবার তাদের নিয়ে গেলেন নিজের মুসলিম গুরুর কাছে। এভাবে বোঝানো হলো প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে সম্প্রদায়জ্ঞান থাকে না।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

➢ নারী জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজ সংগঠক হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান

বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীদের অন্ধকারময় পৃথিবীতে আলোকবার্তা হাতে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর সকল কর্মের মূলে ছিল নারীমুক্তির স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়েই তিনি একদিকে কলম তুলে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে নারীদের নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের অনগ্রসর যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল একক, ব্যতিক্রমী ও অনন্যসাধারণ। নাতিদীর্ঘ জীবনের সবটুকু তিনি উৎসর্গ করেছেন নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি ও সাহিত্যসাধনায়। এ কারণেই তিনি আজও 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে পরিচিত। বেগম রোকেয়া কেবল লেখিকাই নন, নারী জাগরণের অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন। তিনি ১৯০৯ সালে ১ অক্টোবর ভাগলপুরে পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি ১৯১১ সালে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তিনি একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। এই ধারাই শিক্ষার ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে তিনি ১৯১৬ সালে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই বিদ্যালয় ও নারী সমিতির কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

- ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী ঘোষপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৩২৮ বঙ্গাব্দের (১৯২১) 'মাঘ প্রবাসী'তে প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়।
- 'চিত্রলেখা' (১৯৩০) নামে একটি সিনেমা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া হেমন্তকুমার গুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে 'দীপক' (১৯৩২) পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
- 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি মরণোত্তর 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' (১৯৫১) লাভ করেন।
- ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর ব্যারাকপুরের ঘাটশিলায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস		ছোটগল্প	
✓ পথের পাঁচালী (১৯২৯) ✓ অপরাজিত (১৯৩২ ✓ দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫) ✓ আরণ্যক (১৯৩৮) ✓ আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০) ✓ বিপিণের সংসার (১৯৪১) ✓ দুই বাড়ি (১৯৪১)	✓ অনুবর্তন (১৯৪২) ✓ দেবযান (১৯৪৪) ✓ অথৈজল (১৯৪৭) ✓ ইছামতী (১৯৫০) ✓ দম্পতি (১৯৫২) ✓ অশনি সংকেত ✓ কেদার রাজা (১৯৪৫)	✓ মেঘমল্লার (১৯৩১) ✓ মৌরীফুল (১৯৩২) ✓ যাত্রাবদল (১৯৩৪) ✓ জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭) ✓ কিন্নর দল (১৯৩৮) ✓ বেণীগির ফুলবাড়ি (১৯৪১) ✓ নবাগত (১৯৪৪) ✓ মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭)	✓ উপলখণ্ড (১৯৪৫) ✓ বিধুমাস্টার (১৯৪৫) ✓ ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫) ✓ অসাধারণ (১৯৪৬) ✓ রূপ হলুদ (১৯৫৭) ✓ ছায়াছবি (১৯৬০) ✓ তালনবমী (১৯৪৪)
কিশোর উপন্যাস		**ভ্রমণকাহিনি ও দিনলিপি**	
✓ মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০) ✓ সুন্দরবনের সাত বৎসর (১৯৫২) ✓ হীরা মাণিক জ্বলে (১৯৪৬)	✓ চাঁদের পাহাড় (১৯৩৮) ✓ মিসমিদের কবচ (১৯৪২) ✓ আইভ্যানহো (১৯৩৮)	✓ অভিযাত্রিক (১৯৪০) ✓ হে অরণ্য কথা কও (১৯৪৮)	✓ তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩) ✓ স্মৃতির লেখা (১৯৪১)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

➢ পথের পাঁচালী

বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি কালজয়ী উপন্যাস হলো 'পথের পাঁচালী'। বইটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। বাংলার গ্রামে দুই ভাইবোন অপু আর দুর্গার বেড়ে ওঠা, তাদের পরিবারের গল্প নিয়েই গড়ে ওঠে এই উপন্যাসের কাহিনি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র-অপু, দূর্গা, তাদের মা, সর্বজায়া, বাবা, হরিহর ও দূর সম্পর্কের পিসি ইন্দিরা ঠাকুরণ। এই উপন্যাসটি তিনটি খণ্ড ও পয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

খণ্ড তিনটি হলো-

১. আম-আঁটির ভেপু

২. বল্লালী বালাই

৩. অক্রুর সংবাদ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘আম আঁটির ভেঁপু’ অংশে-

অত্যন্ত সুচারুভাবে হরিহরের সন্তানদ্বয়- বড়মেয়ে দূর্গা ও ছোট ছেলে অপুর টক-মিষ্টি সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে এই পর্বে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের শেষ পর্যায়ে এসে দুর্গা মারা যাওয়ার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অপু-দুর্গার দুরন্তপনা, প্রকৃতির শৈল্পিক চিত্র, গ্রাম-বাংলার স্নিগ্ধরূপ প্রভৃতির সুনিপুণ বর্ণনা রয়েছে আম আঁটির ভেঁপু অংশে।

‘বল্লালী বালাই’ অংশে-

আমরা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি বাল্যবিবাহ ও যৌতুককে প্রকট আকার ধারণ করতে দেখি। ইন্দিরা ঠাকুরণের বিয়ে অল্পবয়সে এমনই এক লোকের সাথে দেয়া হয়, যে বেশি যৌতুকের লোভে অন্যত্র বিয়ে করেন এবং আর কখনও ফিরে আসে না। তখন আয়হীন ইন্দিরা ঠাকুরণের স্থান হয় তার বাবার বাড়িতে, এবং তাদের ও তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার দূরসম্পর্কের আত্মীয় হরিহরের বাড়িই তার স্থান হয়। সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে মনে করিয়ে দেয়া হতো যে সে একজন আশ্রিতা ছাড়া আর কেউ নয়। সে প্রায়শই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, কিন্তু দিনশেষে তার পথ এসে শেষ হতো হরিহরের বাড়িতেই। একবার ঘটনাক্রমে বাড়ি থেকে তাকে একেবারে বের করে দেয়া হয় এবং মর্মান্তিকভাবে তার জীবনের ইতি ঘটে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘অক্রুর সংবাদ’ অংশে-

এই অংশে চিরাচরিত বাংলার বড়লোক-গরীবের বৈষম্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। লেখক সাফল্যের সাথে দেখিয়েছেন যে, একজন ব্রাহ্মণ নারীর(সর্বজয়া) কী অবস্থা হয়, যখন অর্থের জন্য তাকে কাজের লোকের কাজ করতে হয়। দুর্গার মৃত্যুর পর তারা গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। সেখানে এক পর্যায়ে জ্বরে স্বামী হরিহরও মারা যায়। তার চোখের অশ্রু মোছার জন্যও কেউ ছিল না। সবাই তার কষ্টের সুযোগ নিতে চায়। সাহায্যের হাত কেউ বাড়ায় না। অবশেষে সে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ছেলে অপুকে নিয়ে তার নিজ গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের পথে রওনা হয়। কিন্তু সে তার সঠিক পথ খুঁজে পায় না।

বইটি ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ছাড়াও বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ১৯৩২ সালে পথের পাঁচালীরই পরবর্তী অংশ ‘অপরাজিত’ প্রকাশিত হয়, যাতে অপুর শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ এবং কলকাতায় কলেজে পড়ার সময়কার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটি অবলম্বনে একই নামে একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

কায়কোবাদ

- আধুনিক বাংলা মহাকাব্য ধারার শেষ কবি কায়কোবাদ। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান মহাকবি। প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী, তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'কায়কোবাদ'।
- ১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- কাব্যসাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাঁকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ ও 'সাহিত্যরত্ন' (১৯২৫) উপাধিতে ভূষিত করে।
- ১৯৫১ সালের ২১ জুলাই ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কায়কোবাদ

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			কবিতা	
✓ বিরহ বিলাপ (১৮৭০) ✓ কুসুম কানন (১৮৭৩) ✓ অশ্রুমালা (১৮৯৬) ✓ মহাশ্মশান (১৯০৪)	✓ শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি (১৯২১) ✓ অমিয় ধারা (১৯২৩) ✓ মহরম শরীফ (১৯৩৩) ✓ প্রেম পারিজাত (১৯৭০)	✓ প্রেমের বাণী (১৯৭০) ✓ শ্মশান ভস্ম (১৯২৪)	✓ নীরব রোদন ✓ উদাসীন প্রেম ✓ বাংলা আমার	✓ আযান ✓ সুখ ✓ বিস্মৃতি স্মৃতি

কায়কোবাদ

➢ মহাশ্মশান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহাকবির রচিত প্রথম মহাকাব্য 'মহাশ্মশান'। এটি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এর রচনাকর্ম শুরু হয় অনেক আগে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ হতে আরো কয়েক বছর দেরি হয়েছিল। গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাস থেকে কাহিনি নিয়ে 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে। এর কাহিনি নেয়া হয়েছে ১৭৬১ সালের পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ থেকে। এ যুদ্ধ ছিল ভারতের উদীয়মান হিন্দুশক্তি মারাঠাদের সঙ্গে মুসলিম তথা আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বে রোহিলা-অধিপতি নজীবউদ্দৌলার শক্তিপরীক্ষা। মুসলিম পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কাবুলের অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী, মেহেদী বেগের কন্যা জোহরা বেগম। অন্যদিকে মারাঠাদের পক্ষে ইব্রাহীম কার্দি (জোহরা বেগমের স্বামী)। এই যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয় এবং ইব্রাহীম কার্দি বন্দি হন। আহমদ শাহ আবদালীর কাছে স্বামীর মুক্তি দাবি করে মুক্তির ফরমান নিয়ে জোহরা কারাগারে ইব্রাহীম কার্দিকে মুক্ত করতে গিয়ে দেখে সে মারা গেছে। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হলেও কবির দৃষ্টিতে তা ছিল উভয়েরই শক্তিক্ষয় ও ধ্বংস; এজন্যই তিনি একে 'মহাশ্মশান' বলেছেন।

সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্মশান' কাব্যটিতে তিনটি খণ্ড আছে। এই কাব্যের অন্যান্য চরিত্রগুলো হলো- হিরণবালা, অমরন্দ্রেনাথ, সুজাউদ্দৌলা, আতা খাঁ, রত্নজী, সেলিনা প্রমুখ। এই চরিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক দু'ধরনের চরিত্রই আছে। ইতিহাস থেকে 'মহাশ্মশান' কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে কায়কোবাদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কবিগণ যেখানে পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করে কাহিনি নির্বাচনে স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিতে পারেননি, সেখানে কায়কোবাদ ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে নতুনত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় দান করেছেন।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এবং 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।
- তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ "সংস্কৃতি কথা"। এ গ্রন্থের বিখ্যাত লাইন- "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।" ক্লাইভ বেলের Civilization গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 'সভ্যতা' (১৯৬৫) এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের Conquest of Happiness গ্রন্থের অনুবাদ 'সুখ' (১৯৬৫)। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

❑ সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধগ্রন্থ	অনুবাদগ্রন্থ	
• সংস্কৃতি-কথা (১৯৫৮)	• সভ্যতা (১৯৬৫)	• সুখ (১৯৬৮)

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

- **আরেক ফাল্গুন:** জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' যা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। পটভূমি ভাষা আন্দোলন হলেও গল্পটা ১৯৫২ সালের না, ১৯৫৫ সালের। ১৯৫৫ সালে শহিদ দিবস পালনের প্রস্তুতি, সরকারি বাধা ইত্যাদি অবরুদ্ধতাকে কেন্দ্র করে 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পটভূমি রচিত। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ হয়ে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলমান আন্দোলন, জনতার সম্মেলন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, তাদের প্রেম-প্রণয় ইত্যাদি উপন্যাসটির মূলবিষয়।

- **'কবর':** বিখ্যাত নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর রচিত 'কবর' নাটকটি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রথম প্রতিবাদী নাটক। তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে আরেক রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে এই একাঙ্ক নাটকটি রচনা শুরু করেন এবং লেখা শেষ করেন ১৯৫৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। নাটকটি সর্বপ্রথম ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টায় ফণী চক্রবর্তীর পরিচালনায় রাজবন্দিদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মঞ্চস্থ হয়। জেলখানায় যেসব ছাত্রবন্দি রাতে হারিকেন দিয়ে লেখাপড়া করতেন, তাদের কাছ থেকে ৮-১০টি হারিকেন দিয়ে নাটকটির মঞ্চ সাজানো হয়েছিল। নাটকটি প্রথম ছাপা হয় 'দৈনিক সংবাদ'-এর 'আজাদী সংখ্যা'য়, ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে। প্রকাশ্যে নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে, ১৯৫৬ সালে। ভাষা আন্দোলনে শহিদ হওয়া অগণিত মানুষের লাশ রাতের আঁধারে গুম করে দেয় পাকিস্তান সরকার। লাশ গুমের এই ঘৃণ্য রাজনীতিকে উপজীব্য করেই লেখা হয় এই নাটক। নাটকে চরিত্র সংখ্যা মোট ছয়টি, মূল চরিত্র তিনটি। নেতা, ইন্সপেক্টর হাফিজ এবং মূর্দা ফকির। আর বাকি চরিত্ররা হলো – গার্ড, মূর্তি (১) এবং মূর্তি (২)।

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

➲ **সেলিনা হোসেন তাঁর 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' (১৯৮৭):** উপন্যাসে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘটনাক্রমে এবং ব্যক্তি সক্রিয়তার রূপায়ণ ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের বস্তুঘনিষ্ঠতা এ উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে। তাই ভাষা আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল নতুন চেতনাবোধের, যার প্রভাব পড়েছে বাংলা সাহিত্যে।

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

❑ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯): এটি ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম উপন্যাস	জহির রায়হান
একুশে ফেব্রুয়ারি	
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
যাপিত জীবন	
আর্তনাদ	শওকত ওসমান

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

❑ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গল্প

গল্প	লেখক	গল্প	লেখক
একুশের গল্প	জহির রায়হান	দৃষ্টি	আনিসুজ্জামান
সূর্যগ্রহণ		দীপান্বিতা	সেলিনা হোসেন
কয়েকটি সংলাপ		আরো একজন	সৈয়দ শামসুল হক
মৌন নয়	শওকত ওসমান	সম্রাট	
প্রথম বধ্যভূমি	রাবেয়া খাতুন	শহীদ মিনার	রাজিয়া খান
পলিমাটি	সিরাজুল ইসলাম	অবেলায় পুনর্বার	শওকত আলী

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

❑ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক

নাটক	নাট্যকার
কবর (ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম নাটক)	মুনীর চৌধুরী
বিবাহ	মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ। চরিত্র – সখিনা

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

❑ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতা

কবিতা	কবি
কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী (একুশের উপর প্রথম কবিতা রচয়িতা)
চিঠি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
কোন এক মাকে	
স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
আমাকে কি মাল্য দেবে দাও	নির্মলেন্দু গুণ
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান
অমর একুশে	হাসান হাফিজুর রহমান

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

❑ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গবেষণা গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
ভাষা আন্দোলন- সাহিত্যিক পটভূমি	হুমায়ুন আজাদ
একুশের দলিল	এম আর আকতার মুকুল
ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা	
শহীদ মিনার	রফিকুল ইসলাম
বাংলা ভাষা আন্দোলন	

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য

❑ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গান

গান	লেখক
ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না (প্রথম গান)	ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজিউল হক
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	গীতিকার - আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রথম সুরকার – আব্দুল লতিফ বর্তমান সুরকার – আলতাফ মাহমুদ
সালাম সালাম হাজার সালাম	গীতিকার - ফজল এ খোদা সুরকার ও শিল্পী – আব্দুল জব্বার
একুশে ফেব্রুয়ারি	কবির সুমন
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়	আব্দুল লতিফ

বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র

❖ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্র:** বাঙালি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। মুক্তিযুদ্ধ যেমন সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে, তেমনি চলচ্চিত্র অঙ্গনেও এনেছিল নতুন চেতনাবোধের বার্তা। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র আমার মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর সাহিত্যকে অবলম্বন করেও নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র। তাই আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে।

➲ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে চাষী নজরুল ইসলাম প্রথম নির্মাণ করলেন চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন'।

➲ নাসির উদ্দিন ইউসুফ নির্মাণ করেন 'একাত্তরের যীশু'।

➲ মুক্তিযুদ্ধের দামামা যে গ্রাম বাংলাকে ছারখার করেছিল সেই আবহকে ধারণ করে তানভীর মোকাম্মেল নির্মাণ করেন 'নদীর নাম মধুমতি'।

বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র

❖ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্র

- মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন 'আগামী' নামক চলচ্চিত্র
- আলমগীর কবিরের 'ধীরে বহে মেঘনা'
- নারায়ণ ঘোষ মিতার 'আলোর মিছিল'
- খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ' চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ধারণ করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সাহিত্যকে কেন্দ্র করে নাসির উদ্দিন ইউসুফ নির্মাণ করেন 'গেরিলা' চলচ্চিত্র যেখানে গেরিলা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে তুলে আনা হয়েছে।
- মানিক মানবিকের 'শোভনের স্বাধীনতা'
- মোরশেদুল ইসলামের 'আমার বন্ধু রাশেদ' চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সাহিত্যকে আবহ হিসেবে গ্রহণ করে।

বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র

❖ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র:** স্বাধীনতাকালীন সময়ে বাংলাদেশের গণহত্যা ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞের চিত্র বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা হয়েছিল বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে। প্রামাণ্য চিত্রের প্রচারের ফলে বাঙালির উপর নির্যাতন ও হত্যার চিত্র বিশ্ববাসী সহজে অবলোকন করতে পেরেছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল।

➲ বাঙালির উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরতে জহির রায়হান নির্মাণ করেছিলেন 'Stop Genocide' ও 'A state in Born' নামক প্রামাণ্য চিত্র, যা অবলোকন করে বিশ্ববাসী শিউরে উঠেছিল, এমনকি অনেক দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল।

➲ বাঙালির গণহত্যাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার জন্য আলমগীর কবির নির্মাণ করেন 'Liberation Fighters' নামক প্রামাণ্য চিত্র।

➲ বাবুল চৌধুরী নির্মাণ করেন 'Innocent millions' নামক প্রামাণ্য চিত্র।

➲ বাংলাদেশের মানুষের উপর পাকিস্তানি হায়েনাদের নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণের চিত্র তুলে ধরতে গীতা মেতো নির্মাণ করেন 'Dateline Bangladesh' নামক প্রামাণ্য চিত্র।

➲ তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মাণ করেন 'মুক্তির গান' ও 'মুক্তির কথা' নামক প্রামাণ্য চিত্র। তাই বলা যায় প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট বাঙালির উপর গণহত্যার চিত্র তুলে ধরে বিশ্ব ঐকমত্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

সম্প্রতি আলোচিত বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ

❑ ভায়েরা আমার: ভাষণ সমগ্র

- **নামকরণ:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- **ভূমিকা লেখক:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- **ভাষণগুলো সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা:** প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম।

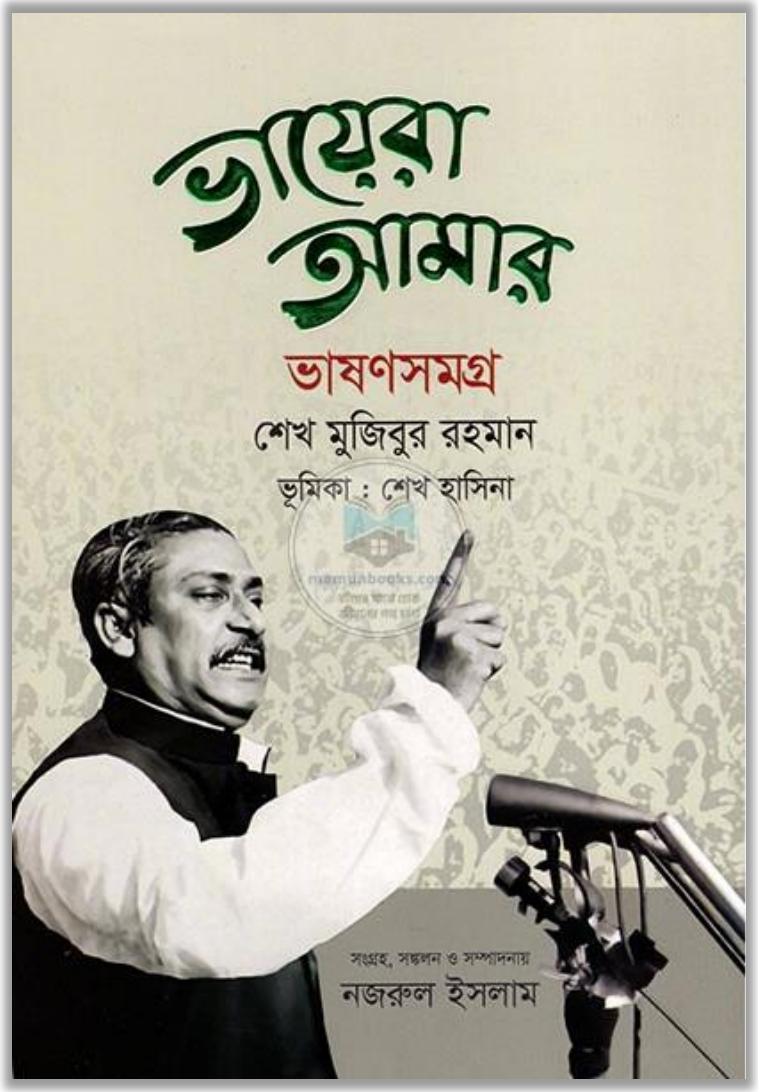

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন। [৪১তম বিসিএস]
- 'পথের পাচাঁলী' উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' অংশটির নামকরণের তাৎপর্য লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। [৩২তম বিসিএস]
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেন বিখ্যাত? [২৪তম বিসিএস]
- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন। [৩১তম বিসিএস]
- "বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক।" - কথাটি বুঝিয়ে দিন। [২৮তম বিসিএস]
- 'অবরোধবাসিনী' কে লিখেছেন? তিনি কী হিসাবে বিখ্যাত? [২৭তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়